দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 03 MAR 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ৫ ...

শিক্ষার উন্নয়নে সরকারী বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে

—প্রধান উপদেষ্টা

বাসস

প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ শিক্ষার লক্ষ্য ও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন লাভের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শিক্ষার জন্য সরকারী খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ শিক্ষার জন্য সরকারী খাতে জিডিপি'র মাত্র দুই শতাংশের বেশী ব্যয় করে যা পরবর্তী দশকের মধ্যে দ্বিগুণ হওয়া প্রয়োজন এবং শিক্ষাখাতে সরকারী বাজেটে বর্তমানে বরাদ্দের পরিমাণ ১৫ শতাংশেরও কম। এর পরিমাণও আনুপাতিক হারে বাড়ানো দরকার। এ প্রেক্ষিতে তিনি

পৃঃ২ঃকঃ৮

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেন, এ ধরনের বিনিয়োগ ছাড়া দেশে শিক্ষার লক্ষ্য এবং কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন করা যাবে না।

প্রধান উপদেষ্টা গতকাল তার কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'শিক্ষা ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিচালনা ঃ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী এক সম্মেলন উদ্বোধনকালে একথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং ঢাকায় ইউনেস্কো'র পরিচালক মালামা মেলিসিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট-এর পরিচালক ড. মনজুর আহমেদ এবং প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এক্সেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের পলিসি উপদেষ্টা অনির চৌধুরী সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পদ্ধতিতে বিভাজনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত কয়েক দশকে গ্রাম ও শহরের স্কুলগুলোতে শিক্ষার গুণগত মানের ব্যাপক পার্থক্য মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই সমস্যা আরো বেড়েছে এবং সমাজে বিভাজন তৈরি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধান উপদেষ্টা দেশের শহর ও গ্রাম এবং ধনী ও দরিদ্র শিশুদের জন্য গুণগতমানের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সমস্যা সমাধানের উপায় খোঁজার আহ্বান জানান।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, কেবলমাত্র জ্ঞানী, দক্ষ এবং আত্মমর্যাদাশীল নাগরিকরা টেকসই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহযোগিতা প্রদান করতে পারে।

তিনি বলেন, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সরকারের সক্রিয় নীতি ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের নতুন নানা উদ্যোগের ফলে শিক্ষা খাতে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও বৈষম্য দূরীকরণে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

শিক্ষা খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকল সম্পদ ও সামর্থ্য কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, সামর্থ্য ও পেশাগত দক্ষতায় দুর্বলতা, কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো ও প্রথা, সংস্কৃতি ও মানসিকতা হচ্ছে শিক্ষা কর্মসূচি শাসনে সংস্কারের ক্ষেত্রে অন্তরায়। তিনি বলেন, বাংলাদেশে সুপরিচিত বিভিন্ন এনজিও প্রাক-স্কুল, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উদ্ভাবনের অগ্রদূত। তারা জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ 'সামাজিক পুঁজি' গঠন করেছে। তিনি বলেন, আমাদেরকে অতিরিক্ত ও পরিপূরক শিক্ষার জন্য পছন্দের পাশাপাশি সকল ছাত্রছাত্রীর কিছু মৌলিক জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।